Economic Empowerment and Governance Programme" (EEGP)

নারী ও শিশু নির্যাতন এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় সচেতনতামূলক ফ্লিপচার্ট

Zero Tolerance for Gender Based Violence

FORUMCIV.

Islamic Relief Bangladesh
Project office
Nawabganj, Dinajpur.

Islamic Relief Bangladesh
Country office
House # 10, Road # 10,
Block # K Baridhara, Dhaka-1212

ব্যবহার নির্দেশিকা

- ফ্লিপবুকটি ব্যবহার করার আগে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন।
- আলোচনা শুরুর আগে অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরিচয় ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সুন্দর আলোচনা পরিবেশ গড়ে তুলুন।
- অংশগ্রহণকারীরা যাতে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন।
- ফ্লিপবুক নিয়ে আলোচনার আগে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- বক্তব্যের সময় ফ্লিপবুকটি আপনার বাঁ দিকে বুকের কাছে ধরুন। ডান হাতের সাহায্যে পৃষ্ঠা উল্টান এবং একের পর এক ছবি বক্তব্যের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করুন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অংশগ্রহণকারীরা ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে পান। ছবির পেছনের লেখাগুলো শুধু আপনিই দেখবেন কিন্তু আপনার লক্ষ্য সকসময় শ্রোতাদের দিকে থাকবে।
- আলোচনায় সহজ ও সম্ভব হলে স্থানীয় ভাষায় কথা বলুন যাতে অংশগ্রহণকারীরা সহজেই তা বুঝতে পারে।
- গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করুন।
- আলোচনার ভিতরে কিছু প্রশ্ন রাখুন এবং অংশগ্রহণকারীদের ভিতর থেকে তার উত্তর জেনে নেয়ার চেষ্টা করুন।
- আলোচনা শেষ হলে সংক্ষেপে মূল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করুন এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের ম্যধ্যমে আলোচনা পর্ব শেষ করুন।

সূচি

বাল্যবিবাহ ও তার প্রতিকার	০৪-০৫
নারী নির্যাতন ও তার প্রতিকার	০৬-০৭
যৌতুক ও তার প্রতিকার	০৮-০৯
ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি	১০-১১
নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইনসমূহ:	১২-১৩
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে	১৪-১৫
শিশু নির্যাতন ও তার প্রতিকার	১৬-১৭
মাদকাসক্তি বা নেশা	১৮-১৯
পরিবারে নারীদের বহুমাত্রিক কাজ	২০-২১

বাল্যবিবাহ ও তার প্রতিকার

বাল্যবিবাহ ও তার প্রতিকার

বাল্যবিবাহ কি?

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী মেয়েদের ১৮ বছর ও ছেলেদের ২১ বছরের পূর্বে বিবাহ দিলে তাকে বাল্য বিবাহ বলে।

বাল্যবিবাহের কুফলঃ

- মেয়েরা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ ও বাচ্চা প্রসব করে ফলে তাদের স্বাস্থ্য অবনতি ঘটে।
- মেয়েরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে, নানা অসুখে আক্রান্ত হয়।
- বাল্য বিবাহের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান-সন্ততি শারীরিক পূর্ণতা পায় না। ফলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয় না।
- মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।
- তালাকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ফলে মেয়ের মা-বাবার কষ্টের বোঝা বাড়ে।

বাল্যবিবাহের প্রতিকারঃ

- মেয়েদের ১৮ বছর ও ছেলেদের ২১ বছর না হলে বিবাহ দেয়া যাবে না।
- বাল্য বিবাহ দেয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় প্রশাসন অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করতে হবে এবং তা বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

নারী নির্যাতন ও তার প্রতিকার

নারী নির্যাতন কী?

নারীর প্রতি এমন যে কোন কাজ বা আচরণ যার ফলে তার শারীরিক, মানসিক বা যৌন ক্ষতি হয় বা তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

নারী নির্যাতনের ধরণঃ

■ যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ ■ পাচার ■ চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ না দেওয়া ■ এসিড নিক্ষেপ ■ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য ■ অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণে বাধ্য করা ■ ছেলে সন্তানের জন্য গর্ভধারণে বাধ্য করা ■ কন্যা সন্তানের কারণে নির্যাতন করা ■ জন্ম নিরোধক ব্যবহার করতে না দেয়া ■ অস্বাস্থ্যকর ও মৃত্যু ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত করতে বাধ্য করা ■ গর্ভাবস্থায় ভারী কাজ করতে বাধ্য করা ■ জোরপুর্বক সাংসারিক কাজের দায় দায়িত্ব দেয়া ■ জোরপুর্বক নারীর উপার্জনে হস্তক্ষেপ করা।

যেখানে অভিযোগ করা উচিতঃ

- বাবা মা
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি
- পুলিশ স্টেশন
- আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা / মানবাধিবার সংস্থা
- সমাজকল্যাণ সংস্থা / নারী উন্নয়নকারী সংস্থা
- ধর্মীয় নেতা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আমাদের করণীয়ঃ

- সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।
- আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।
- নিজে সচেতন হতে হবে।
- অন্যকে সচেতন করতে হবে।
- ছেলে মেয়ে সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে।
- বিভিন্ন আইন সম্পর্কে জানতে হবে।
- কোথায় কি ধরনের সহায়তা পাওয়া যায় তা জানতে হবে।

যৌতুক ও তার প্রতিকার

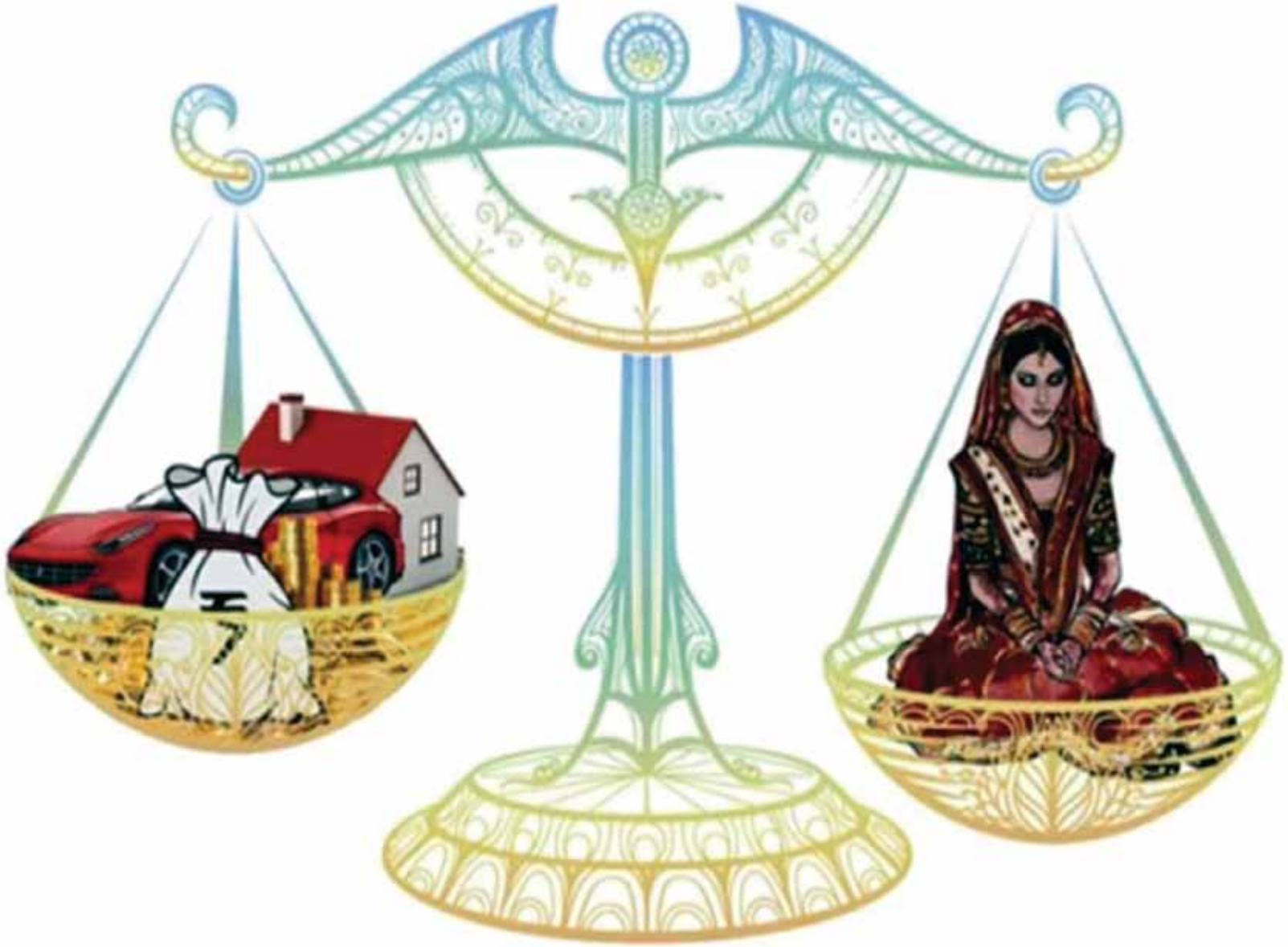

যৌতুক ও তার প্রতিকার

যৌতুক কী?

বিবাহের আগে বা পরে বা দাম্পত্য জীবনের যে কোন সময় স্ত্রী বা তার পরিবারের কাছ থেকে অর্থ বা অন্য কোন পণ্য দাবী করাই যৌতুক।

যৌতুকের কুফল ঃ

- যৌতুকের কারনে নারী নির্যাতন বেড়ে যায়।
- যৌতুক না দিতে পারার অজুহাতে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে।
- যৌতুকের কারনে স্ত্রী আত্মহত্যা করে।
- যৌতুক প্রথা সমাজে মেয়েদের মর্যাদাহীন করে।
- যৌতুক পরিশোধ করতে গিয়ে দরিদ্র পিতা-মাতা নিঃস্ব হয়ে যায়।
- মহাজনেরা কম দামে দরিদ্র পিতার ভিটামাটি বা জমি কিনে নেয়। এতে কনের পিতা আরো দরিদ্র হয়ে যায়।

যৌতুক রোধে করণীয়:

- যৌতুক দেয়া ও নেয়া আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। তাই যৌতুক দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয়া যাবে না।
- যৌতুকের কুফল সম্পর্কে নিজে সচেতন হতে হবে, অন্যদেরকে সচেতন করতে হবে।
- যৌতুক চায় এমন পরিবার ও ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়া যাবে না।
- যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতিত হলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে।

ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি

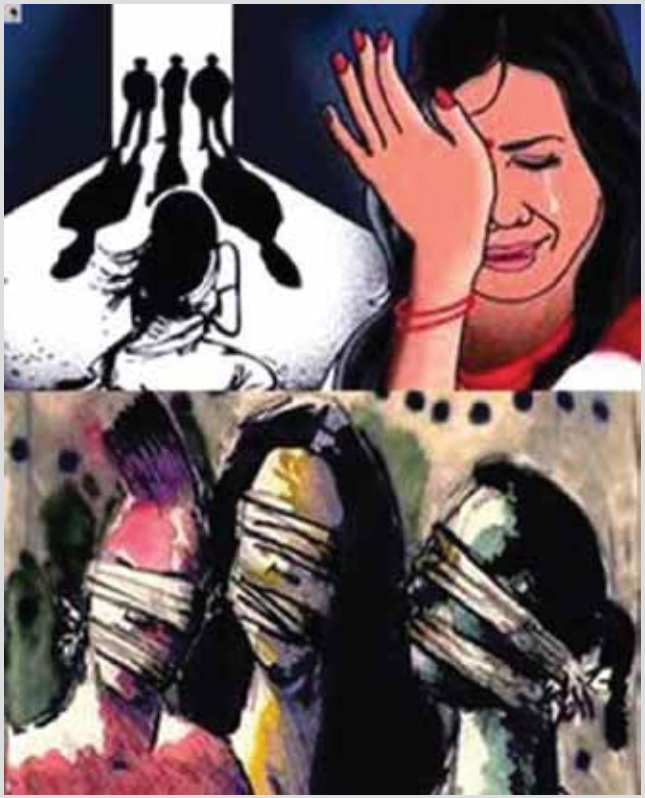

ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির প্রতিকার

- মা-বাবার সাথে সন্তানের সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা এবং কলহমুক্ত পরিবার।
- কন্যাশিশুর জোরপূর্বক বিয়ে না দেয়া।
- নির্যাতনের শিকার হওয়ার সুযোগ না থাকা।
- নির্যাতনমূলক আচরণকে প্রশ্ন করা ও নীরব না থাকা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সকল ব্যবস্থাপনা।
- নির্যাতনমূলক আচরণের শাস্তি হওয়া।
- সামাজিক নিরাপত্তা এবং সকল আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।

যৌন নির্যাতন : অসৎ উদ্দেশ্যে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনই হল যৌন নির্যাতন।

ধর্ষণ : যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলক ভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া অথবা কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

যৌন হয়রানির ক্ষতিকর প্রভাব :

- যৌন হয়রানির ফলে কন্যাশিশুরা মানসিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হয়। এই ধরনের ক্ষতি সঙ্গে সঙ্গে চোখে দেখা না গেলেও এর ফলে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক মানসিক চাপ, বিষন্নতা, হতাশা, হীনমন্যতাসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়, যা তাদের ভালোভাবে বেড়ে উঠাকে বাধাগ্রস্ত করে। এতে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি তারা পড়ালেখা সহ অন্যান্য কাজও ভালভাবে করতে পারেনা। কিশোরীদের যৌন হয়রানির ফলে অনেক সময় তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।
- উত্যক্তকারীদের অত্যাচারে ও ভয়ে কন্যাশিশুরা স্কুল- কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, ফলে তাদের লেখা পড়া বিঘ্নিত হয়।
- কন্যাশিশুদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অনেক বাবা- মা তাদের কন্যাশিশুকে ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে কন্যাশিশুদের ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে হয়, যা তাদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।
- কোন কোন বাব- মা নিরাপত্তার কথা ভেবে কন্যাশিশুকে বিয়ে দিয়ে দেয়, যা কন্যাশিশুর জন্য আরো ক্ষতিকর হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইনসমূহঃ

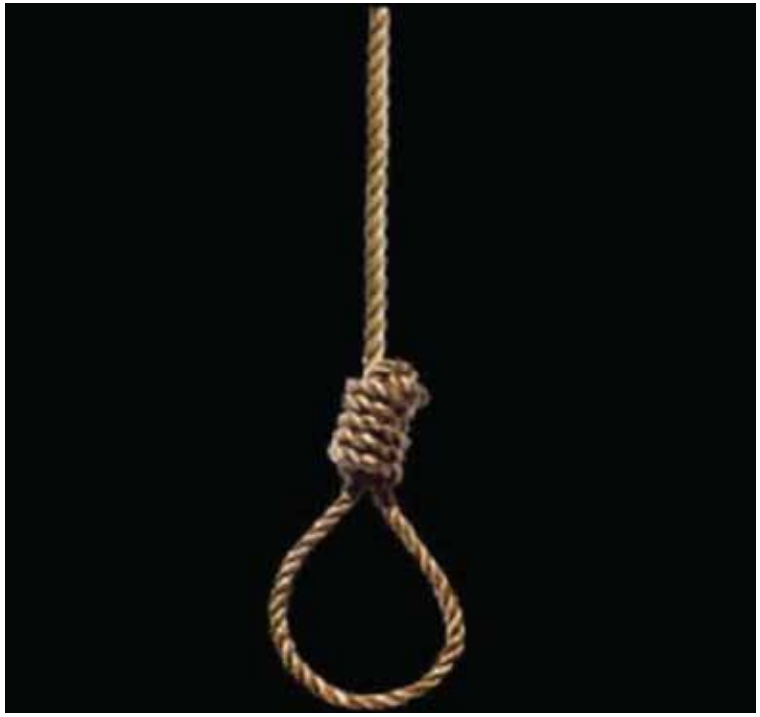

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন সমূহ:

যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮

যৌতুক দাবি করিবার দন্ডঃ

যদি বিবাহের কোনো এক পক্ষ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বিবাহের অন্য কোনা পক্ষের নিকট কোনা যৌতুক দাবি করেন, তাহা হইলে উহা হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অনুন্য ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭

বাল্যবিবাহ করিবার শাস্তিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন।

এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২

যদি কোন ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুধর্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির উপর এসিড নিক্ষেপ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার উক্তরুপ কার্যের দরুণ সংশিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, তিনি অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যুত তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুধর্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সংশোধনী ২০২০

যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি [মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে] দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনুন্য চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

নারী ও শিশু
নির্যাতন প্রতিরোধে
109
টোল ফ্রি
নম্বরে ফোন অথবা
এসএমএস করুন

স্থানীয় পর্যায়ে আইনি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

- স্থানীয় প্রশাসন
- স্থানীয় থানা
- কোর্ট
- উপজেলা ও স্থানীয় আইন সহায়তা কমিটি
- আইন সহায়তা প্রদানকারী এনজিও
- ইউনিয়ন পরিষদ
- স্থানীয় পর্যায়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
- উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

শিশু নির্যাতন ও তার প্রতিকার

শিশু নির্যাতন ও তার প্রতিকার

শিশু নির্যাতন বলতে কি বুঝি:

শিশু নির্যাতন বা শিশুর প্রতি নির্দয় আচরন হল বিশেষত বাবা-মা বা অন্য কোন অভিভাবক দ্বারা কোন শিশুর প্রতি শারীরিক, যৌন, বা মানসিক দুর্ব্যবহার করা বা শিশুকে অবহেলা করা। বাবা-মা বা অভিভাবক পর্যায়ের কারো কোন কার্য বা অসম্পূর্ণ কোন কার্য দ্বারা কোন শিশু সত্যিকারভাবে বা ধীরে ধীরে ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা শিশু নির্যাতনের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হবে। সেটা হতে পারে বাড়িতে, কোন প্রতিষ্ঠানে, স্কুলে যেখানে শিশুটি অবস্থান করে।

শিশুর প্রতি নির্দয় আচরণ সাধারণত চারভাগে বিভক্ত: শারীরিক নির্যাতন; যৌন নির্যাতন; মানসিক নির্যাতন; এবং অবহেলা জনিত নির্যাতন

শিশু নির্যাতনের কূফল:

শিশু নির্যাতনের ফলে তাৎক্ষণিক শারীরিক ফলাফল দেখা দিতে পারে কিন্তু তা শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়াও আরো অনেক মারাত্মক শারীরিক এবং মানসিক প্রভাব যেমন খারাপ স্বাস্থ্য, মারাত্মক শারীরিক হুমকির অবস্থা তৈরী হওয়া, স্বল্প জীবনকাল, শারীরিক আচরণ পরিবর্তন হওয়া ইত্যাদি।

শিশু নির্যাতনের প্রতিকার:

- মা- বাবার সাথে সন্তানের সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা এবং কলহমুক্ত পরিবার
- দারিদ্র্য থেকে উত্তর এবং শিশুশ্রম বন্ধ করা
- নির্যাতনমূলক আচরণকে প্রশ্ন করা ও নীরব না থাকা এবং নির্যাতনের শিকার হওয়ার সুযোগ না থাকা
- সামাজিক নিরাপত্তা এবং সকল আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ

সকল শিশুর জন্য সহজ ও সুন্দর পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

মাদকাসক্তি বা নেশা

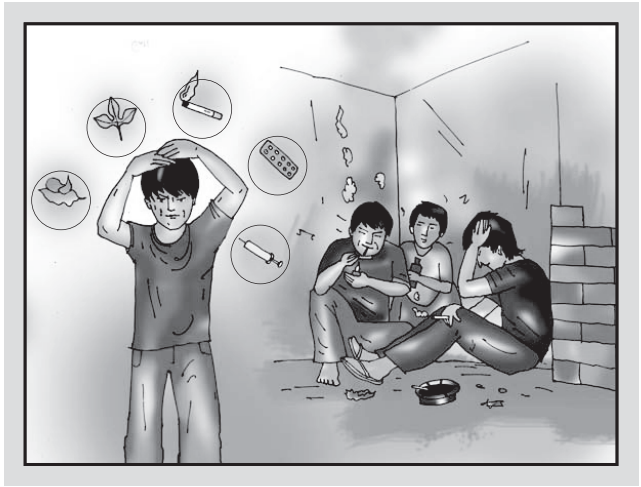

মাদকাসক্তি বা নেশা

মাদকাসক্তি বা নেশা কী ?

মদ, গাঁজা, চরস, হেরোইন, ইয়াবা প্রভৃতি সেবনের ফলে যে নেশা হয় তাকে মাদকাসক্তি বলে। নেশায় বা মাদকে একবার আসক্ত হয়ে পড়লে তা থেকে সহজে বের হওয়া যায় না। একবার নেশার খপ্পরে পড়লে নিজের জীবন সর্বশান্ত হয়ে যায় ও পরিবারে অশান্তি নেমে আসে।

মাদকাসক্তির কারণ:

- মাদকের সহজলভ্যতা
- মাদকাসক্ত সঙ্গীর সাথে মেলামেশা করা
- মাদকের কুফল সম্পর্কে না জানা।
- নেতিবাচক অনুভূতি যেমন-ব্যর্থতা, একাকিত্ব, অপরাধবোধ ইত্যাদি ভুলে থাকার চেষ্টা করা।
- উৎসব উদযাপনের নামে দু-একদিন মাদক গ্রহণ করা।

মাদকাসক্তির লক্ষণসমূহ :

- অন্যমনস্ক থাকা, একা একা থাকা।
- অসময়ে ঘুমানো, ঝিমানো, হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া।
- রাত করে বাড়ি ফেরা, রাত জাগা, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা।
- বিভিন্ন অজুহাতে ঘন ঘন টাকা পয়সা চাওয়া।
- অপরিচিত বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া।
- বাড়ি থেকে ক্রমাগত মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে যাওয়া।
- স্বাভাবিক খাবার দাবার কমিয়ে দেয়া।
- ঋণ করার প্রবণতা বেড়ে যাওয়া।
- অকারণে চিৎকার চেঁচামেচি করা এবং অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট কথাবার্তা বলা।

মাদকাসক্তির কুফল:

- একটি জীবন ও তার পরিবার সহজেই ধ্বংস হয়ে যায়।
- সমাজে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে নানা প্রকারের অসুখে আক্রান্ত হয়।
- পরিবারে অভাব ও নির্যাতন বেড়ে যায়।

পরিবারে নারীদের বহুমাত্রিক কাজ

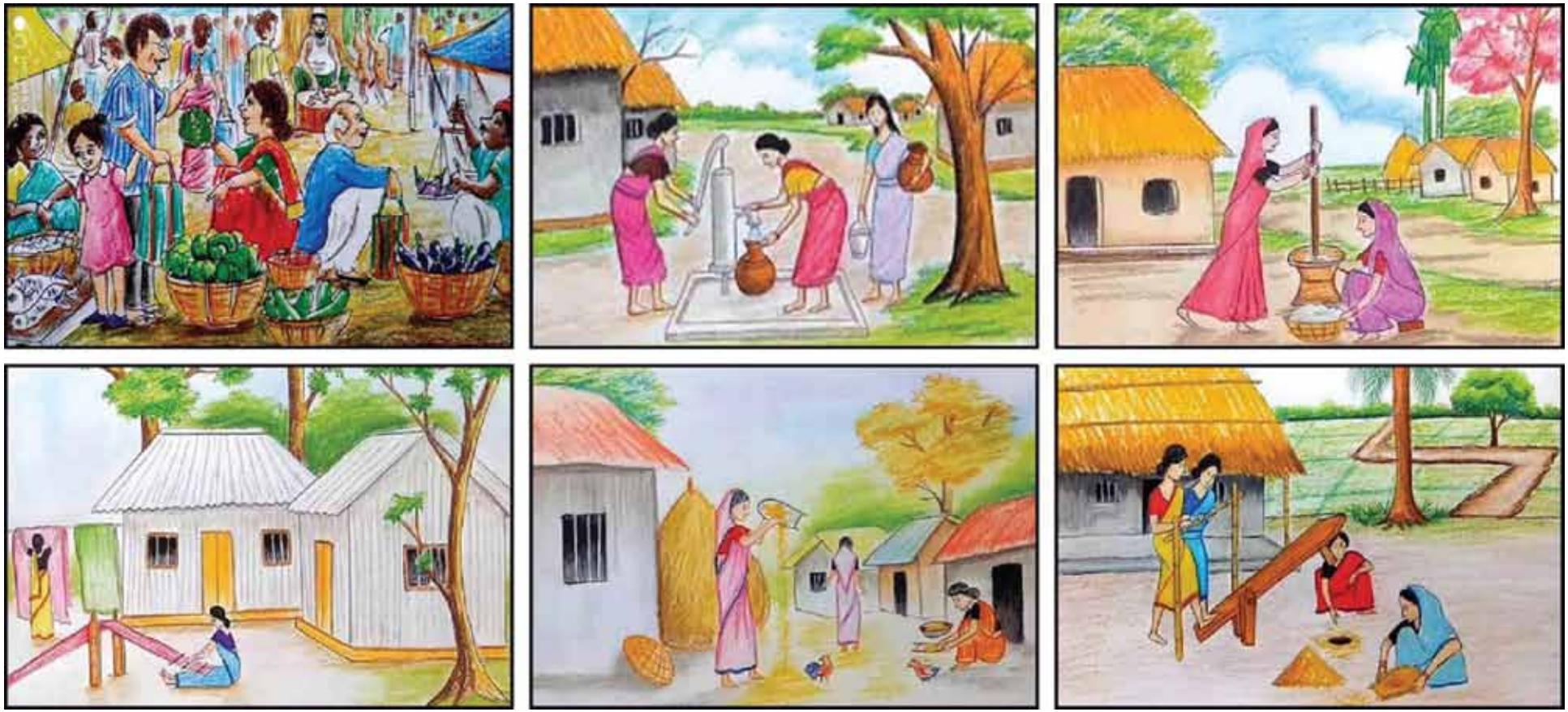

পরিবারে নারীরা বহুমাত্রিক কাজ করে থাকেন, ঘুম থেকে উঠে এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা কাজ করে থাকেন। অথচ তাদের কাজের পারিশ্রমিকও মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় না

কাজের ক্ষেত্রে নারীর মজুরির বৈষম্য

কাজের ক্ষেত্রে নারীর মজুরির বৈষম্য: কর্মক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য মেনে নিয়েই পুরুষের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে নারী শ্রমিকদের। পুরুষ শ্রমিকের সমান বা কখনও কখনও বেশি কাজ করেও কম মজুরি পাচ্ছেন তারা। ঘরের কাজ সেরে জীবিকার জন্য মাঠে নেমেও সমান মর্যাদা পাচ্ছেন না নারী শ্রমিকরা।

শ্রমজীবী নারীদের অধিকারের: রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে কোনা মজুরির বৈষম্য নেই। অথচ নারী শ্রমিকরা মজুরির বৈষম্য মেনে নিয়ে জীবিকার তাগিদে কাজ করে চলছে। চলাচলে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে এসব নারী শ্রমিকরা কাজ করে থাকে কিন্তু চলাচলে নিরাপত্তা পাওয়া নারীদের অধিকার।

গ্রন্থস্বত্ব
ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০২০

রেফারেন্স

- জীবন তথ্য, বাংলাদেশ সংস্করণ ২০১০, ইউনিসেফ, ঢাকা।
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা নির্দেশিকা, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
- প্রশিক্ষণ সহায়িকা, সুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- ভাতা দেওয়ার প্রযুক্তি স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষণ অনুষদ, ডিপিএইচ, ইউনিসেফ, ডিএফআইটি।
- জাতীয় ই-তথ্য কেন্দ্র।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

Economic Empowerment and Governance Programme (EEGP)